পদ কাটে ফকিরের বেঁকি অস্ত্র পশি।
দৌঁড়িয়া ফকির গেল চারি পাঁচ রশি।।
রুধিরের ধারা বহে পা'ও গেল কাটি।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে করে ছট্‌ফটি।।
এল এল বলে ওঝা পড়ে আর ওঠে।
কৃষকেরা বলে ওর জ্ঞান নাহি মোটে।।
দলে দলে কৃষাণ রয়েছে মাঠ জুড়ে।
সবে বলে দূর দূর, দুর বেটা ধেড়ে।।
ফকিরে তা'ড়ায়ে পরে গৃহেতে প্রস্থান।
হীরামনে দেখে সবে ভয়ে কম্পমান।।
ভয়-ভীত-চিত সব ভূতবৎ রয়।
সবে ভাবে যেন কবে প্রমাদ ঘটায়।।
সাধুজনে বলে এ যে কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ।
এ জনার মন হরিয়াছে হরিচাঁদ।।
অক্রূর গুরুচরণ আর কোটিশ্বর।
তারা বলে "এ মানুষ রুদ্র অবতার।।
মন মানুষেতে মন হরেছে ইহার।
সামান্য মানুষ নহে উগ্র কলেবর।।
যে ভাব ঘটেছে সেই ভাবেতে থাকুক।
কেহ কিছু না বলিও যা ইচ্ছা করুক।।"
বিনয়ে চৈতন্য বলে 'শুন ওরে বাপ্।
অপরাধী তোর ঠাঁই করিয়াছি পাপ্।।'
শুনি কথা হীরামন মৃদুভাষে বলে।
'লাফা'য়ে প্রস্রাব কর কমলের দলে।।
হারে কটা ভেক বেটা কর কট্ কট্।
ষট্‌পদে সুধাস্বাদে তুমি কর হট্।।'
এইভাবে কিছু দিন নিজালয় থেকে।
চলিলেন হীরামন উত্তরাভিমুখে।।
হরি হরি হরি হরি হরি হরিবল।
হরি বল রসনা শ্রীহরিধামে চল।।

গোস্বামীর গৃহত্যাগ ও শ্রীধামে গমন

সোজাসুজি চলিলেন উত্তার নয়নে।
পথ কি বিপথ তাহা কিছুই না জানে।।
বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব থেকে কিছুক্ষণ।
ঝুঁকে ঝুঁকে করে হরিনাম উচ্চারণ।।
পরিধান বস্ত্র ফেলে কিঞ্চিৎ ছিঁড়িয়া।
চলিলেন মাত্র এক লেংটি পরিয়া।।
সম্মুখে বাঁধিল অগ্রে বিল খাগাইল।
মল্লবিল, হাটঝাড়া, তালতলা বিল।।
বেথুড়িয়া, ঘৃতকান্দী বিল খাল যত।
কতক হাটিয়া পার সাঁতারেতে কত।।
জপিতে গাইতে 'হরেকৃষ্ণ রামনাম।'
উপনীত ওড়াকান্দী প্রভুর শ্রীধাম।।
বীর রসে রাগাত্মিকা ভাবের উদয়।
দেখি প্রভু হীরামনে ক্রোড়েতে বসায়।।
হীরামনে পুকুরের ঘাটে ল'য়ে পরে।
শ্রীকরেতে শ্রীনাথ শ্রীঅঙ্গ ধৌত করে।।
কর্দ্দম শৈবাল অঙ্গে লেগে রহিয়াছে।
কমল কন্টকে অঙ্গ ক্ষত করিয়াছে।।
ধৌত করি হস্ত ধরি গৃহেতে লইল।
কর্পূর মিশ্রিত তৈল অঙ্গে মাখাইল।।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে "ওরে হীরামন।
কেমনে করিলি সহ্য যবন পীড়ন।।
এত কষ্ট দিল তোরে পাপিষ্ঠ যবন।
এত মান্য তাহারে মানিলি কি কারণ।।
ঘৃণা কি হ'ল না কিছু ওরে বাছাধন।
কচ্ছপের কাঁচা মাংস করিতে ভক্ষণ।।
হীরামন বলে 'মন সকলই তো জান।
জেনে শুনে তবে আর জিজ্ঞাসিলে কেন।।
সকলে কেবল কহে ফকির ফকির।
'হক আল্লা' ব'লে বেটা ছাড়িল জিগীর।।